রোমের ইমানদারদের কাছে লেখা হযরত পৌল রা. চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ৩

[১]তাহলে একজন ইহুদির কি সুবিধা আছে? বা খত্না করানোর কি মূল্য আছে? [২]সবদিক দিয়েই অনেক লাভ আছে। প্রথমত আল্লাহ তাঁর কালাম ইহুদিদের কাছে দিয়েছেন।

[৩]কেউ কেউ যদি অবিশ্বস্ত হয় তাহলে কি হবে? তাদের অবিশ্বস্ততা কি আল্লাহর বিশ্বস্ততাকে বাতিল করে দেবে? [৪]কখনো না! যদিও সবাই মিথ্যাবাদী, তবুও আল্লাহর সত্যবাদিতা প্রমাণিত; যেমন একথা লেখা আছে, "তুমি যেনো তোমার কথায় ধার্মিক বলে গণ্য হও, এবং বিচারের সময় বিজয়ী হও।"

[৫]কিন্তু আমাদের অধার্মিকতায় যদি আল্লাহর ধার্মিকতা প্রকাশ করে, তাহলে আমরা কী বলবো? আমি মানুষের মতো কথা বলছি- আল্লাহ মানুষের উপর তাঁর রাগ দেখিয়ে কি অন্যায় করছেন? [৬]কখনোই না! কারণ তাহলে আল্লাহ কিভাবে দুনিয়ার বিচার করবেন? [৭]কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি আল্লাহর সত্যবাদিতা, তাঁর মহিমার জন্য উপচে পড়ে, তাহলে এখনো কেনো আমি গুনাহগার হিসাবে দোষী বলে সাব্যস্ত হচ্ছি? [৮]এবং কেনো বলবো না, (যেমন কোনো কোনো মানুষ আমাদের নিন্দা করে বলে যে, আমরা নাকি বলে থাকি), "এসো আমরা মন্দ কাজ করি, যাতে ভালো কিছু আসতে পারে" ? এজন্য তারা অবশ্যই শাস্তি পাবে!

[৯]তাহলে কি বলবো? আমরা কি অন্যদের থেকে ভালো আছি? না, মোটেও না; কারণ আমরা আগেই অভিযোগ করেছি যে, ইহুদি ও অইহুদি সবাই গুনাহের ক্ষমতার অধীন, [১০]যেমন একথা লেখা আছে: "ধার্মিক কেউ নেই, একজনও নেই; [১১]এমন একজনও নেই, যে বোঝে; এমন একজনও নেই, যে আল্লাহর খোঁজ করে। [১২]সকলেই বিপথগামী হয়েছে, তারা একসাথে অকেজো হয়ে গেছে; দয়া করে এমন কেউ নেই, একজনও নেই।" [১৩]"তাদের গলা খোলা কবরের মতো; প্রতারণা করার জন্য তারা তাদের জিহ্বা ব্যবহার করে।" "তাদের ঠোঁটের নিচে রয়েছে সাপের বিষ।" [১৪]"তাদের মুখ অভিশাপ ও তিক্ততায় ভরা।"

[১৫]"খুন-খারাবি বা রক্তপাতের জন্য তাদের পা ছুটতে থাকে; [১৬]তাদের পথে-পথে থাকে ধ্বংস ও যন্ত্রণা, [১৭]এবং শান্তির পথ তারা জানেই না।" [১৮]"তাদের চোখের সামনে নেই আল্লাহর ভয়।"

[১৯]এখন আমরা জানি যে, শরিয়ত যা-কিছু বলে, তা শরিয়তের অধীন লোকদেরকেই বলে, যেনো প্রত্যেকটি মুখ বন্ধ হয় এবং সারা দুনিয়া আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করে।

[২০]কারণ শরিয়ত কর্তৃক আদিষ্ট কর্মকাণ্ড সম্পাদনের মাধ্যমে "কোনো মানুষই তাঁর চোখে ধার্মিক গনিত হবে না" কারণ শরিয়তের দ্বারা মানুষ গুনাহ সম্পর্কে জানতে পারে।

[২১]কিন্তু এখন, শরিয়ত ছাড়াই আল্লাহর ধার্মিকতা প্রকাশিত হয়েছে, এবং শরিয়ত ও নবিগণের দ্বারা তা প্রমানিত হয়েছে, [২২]যারা হযরত ইসা মসিহের ওপর ইমান আনে, তাদের ইমানের মধ্য দিয়ে সবার প্রতি আল্লাহর ধার্মিকতা আসে। এখানে কোনো পার্থক্য নেই, [২৩]কেননা সবাই গুনাহ করেছে এবং আল্লাহর মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে; [২৪-২৫]আল্লাহ যে-হযরত ইসা মসিহকে তাঁর রক্তের দ্বারা কাফফারা আদায়ের জন্য কোরবানি হিসাবে তুলে দিয়েছেন, তাঁরই কাছ থেকে পাওয়া নাজাতের মাধ্যমে, আল্লাহর দয়ার দান হিসাবে, এখন তারা ধার্মিক বলে গণ্য; এই ধার্মিকতা ইমানের মধ্য দিয়েই কার্যকর। তিনি তা করলেন তাঁর ধার্মিকতা দেখাবার জন্য, কারণ আল্লাহ তাঁর অতুলনীয় সহনশীলতার কারণে আগেকার সব গুনাহ ধরে রাখলেন না; [২৬]বর্তমান সময়ে এটি প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিলো যে, তিনি নিজে ধার্মিক এবং যে কেউ হযরত ইসা আ.এর ওপর ইমান আনে, তাকে তিনি ধার্মিক বলে গ্রহণ করেন।

[২৭]তাহলে গর্ব কোথায় থাকলো? তা দূর করে দেওয়া হয়েছে। কোন শরিয়তের দ্বারা? কাজের শরিয়ত দ্বারা? না, কিন্তু ইমানের শরিয়ত দ্বারা। [২৮]আমরা মনে করি যে, শরিয়ত নির্ধারিত কাজ ছাড়াই ইমানের কারণে মানুষকে ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়।

[২৯]অথবা আল্লাহ কি শুধু ইহুদিদেরই আল্লাহ? তিনি কি অইহুদিদের আল্লাহ নন? হ্যাঁ, তিনি অইহুদিদেরও আল্লাহ, [৩০]নিশ্চয়ই আল্লাহ এক; এবং তিনি খত্নাপ্রাপ্ত ও খতনা বিহীন লোকদের ইমানের দ্বারা ধার্মিক বলে গ্রহণ করবেন। [৩১]তাহলে কি আমরা ইমানের দ্বারা শরিয়তকে বাদ দিচ্ছি? কখনো না! বরং আমরা শরিয়ত প্রতিষ্ঠা করছি।